দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ভার্সিটিতে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে ছাত্র শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ॥ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হবে বড় বাধা

মোশতাক আহমদ ॥ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে ছাত্র-শিক্ষক ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। খোদ সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দও বলেছেন, উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বাড়ানো কারও কাঙ্ক্ষিত নয়।

সোমবার অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত। এই সংবাদ জনকণ্ঠে প্রধান শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ার পর ছাত্র শিক্ষক ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ব্যাপারে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক আ.আ.ম.স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, দেশে যে দারিদ্র্যের রূপ তা শহরে বসে হাড় কল্পনা করা যায় না। কিন্তু গ্রামে গঞ্জে খোঁজ নিলেই এর ভয়াবহতা বোঝা যায়। গাইবান্ধায় জাকাত নিতে গিয়ে নিহতের কথা চিন্তা করলেই বুঝা যায় দারিদ্র্যের ভয়াবহতা। তাই দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করেই বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটি চিন্তা করতে হবে। তিনি বলেন, বেতন বৃদ্ধির বহু বাস্তবতা থাকলেও গরিব দেশে বেতন বৃদ্ধি কতটুকু করা যায় সেটিই বিবেচ্য বিষয়। তিনি বলেন, বিষয়টি সবার সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ সুযোগ সুবিধার জন্যই উচ্চশিক্ষার মান বাড়ছে। তাই এই সুযোগ বন্ধ করলে শিক্ষার মানও কমে যাবে। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে

(৪-এর পাতায় দেখুন)

ভার্সিটিতে বেতন বৃদ্ধির

(৮-এর পাতার পর)

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা না করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোস্তফা আলমগীর বলেন, এমনিতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সুবিধা কম, তার মধ্যে বেতন বৃদ্ধি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই গরীব দেশের ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষার কথা চিন্তা করে বেতন বাড়ানো ঠিক হবে না। তিনি উচ্চশিক্ষার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে আরও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দলীয় অনুগত ব্যক্তিদের উপাচার্য ও প্রশাসনিক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত করে শিক্ষা সঙ্কোচনের গভীর ষড়যন্ত্র করছে। তাঁরা বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ছাত্রসমাজ শিক্ষা ধ্বংসকারী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবে।

ছাত্রমৈত্রীর সভাপতি সাব্বাহ আলী কলিন্স ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল আহাদ মিনার এক বিবৃতিতে বলেন, জোট সরকার এ বছরের জাতীয় বাজেটে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কম বরাদ্দ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আর্থিক সঙ্কটে ফেলেছে। আর তার দায় দায়িত্ব এখন গরিব ছাত্রছাত্রীদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ বলেন, ছাত্রমৈত্রী সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে এই বেতন বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলবে।

ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তারাও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সকল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে সরকারী ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবু বলেন, শিক্ষার ব্যয়ভার বাড়ানো কারও কাম্য নয়। তবে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য সহনশীল হয়ে ছাত্র অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও এই সিদ্ধান্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বাংলা বিভাগের এক ছাত্রী বলেন, এমনিতেই হলে থাকাসহ নানা কারণে কষ্ট করে পড়াশোনা করতে হয়। এর মধ্যে বেতন বাড়ানো আরেকটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যার দরুন অনেকের পড়াশোনাও বন্ধ হয়ে যাবে।